যুগান্তর

তারিখ 13 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ভেস্তে গেছে ১০ গুরুত্বপূর্ণ কলেজে আইসিটি ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ

হামিদ-উজ-জামান

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ১০টি কলেজে আইসিটি উন্নয়নে ল্যাব স্থাপন করা হয়। কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর দেয়া হয় প্রতিটি কলেজে। পাশাপাশি স্থাপন করা হয় সার্ভার। একটি পাইলট কর্মসূচির মাধ্যমে তা সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু বাস্তবায়নের দু'বছরের মাথায় অচল হয়ে পড়ে সার্ভার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর। সেখানে অ্যান্টি ভাইরাস ও ডিজিটাল ভাষায় ল্যাবের সফটওয়্যারের অস্তিত্ব ছিল না। আর এসব উঠে এসেছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) মূল্যায়ন প্রতিবেদনে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ দশটি কলেজে আইসিটি ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ ভেস্তে গেছে। এই পাইলট প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত সুফল মেলেনি। যদিও এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে কোটি কোটি টাকা। মে মাসে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। আইএমইডি সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদন প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক অনুপম মুহাম্মদ জাহিদ শরাফী সোমবার যুগান্তরকে বলেন, এ বিষয়ে আইএমইডির প্রতিবেদন ঠিক নয়। প্রকল্পটি শতভাগ সফল হয়েছে। স্থাপিত ল্যাব থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই চাকরি করছেন।

এ অবস্থার কারণ হিসেবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টরা জানান, রেজিস্ট্রেশন ফি ও মাসিক ফি নেয়ায় শিক্ষার্থীদের আইসিটি কোর্সে ভর্তির আগ্রহ নেই। এছাড়া প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকের অভাব, প্রকল্পের ধারাবাহিকতা না থাকা এবং ব্যবস্থাপনার অভাবসহ নানা কারণে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যায়নি।

আইএমইডির প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, টঙ্গী সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, রাজশাহী কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, খুলনা বিএল কলেজ, বরিশাল বিএম কলেজ এবং সিলেট এমসি কলেজে এ প্রকল্পের ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

১০ গুরুত্বপূর্ণ কলেজে আইসিটি ল্যাব

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আওতায় কাজ করা হয়। এর মধ্যে প্রতিটি কলেজে ২টি করে ল্যাবে ২১টি কম্পিউটার, একটি সার্ভার স্থাপন করা হয়। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩টি ল্যাবে ২১টি করে কম্পিউটার, একটি করে সার্ভার স্থাপন করা হয়। ল্যাব স্থাপনে কলেজের ক্ষেত্রে কাজ করে আরএম সিস্টেম লি. এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকরাল ইনফরমেশন সিস্টেম প্রাইভেট লি.। আইএমইডির পরিদর্শন রিপোর্টে বলা হয়, একটি কলেজেও সার্ভার এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সচল পাওয়া যায়নি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত ৩টি সার্ভার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরই অচল। বিষয়টি অতীব দুঃখের। সেখানে আরও বলা হয়, সার্ভারগুলো চালু থাকলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণের সুযোগ পেত। এছাড়া অনলাইন ইউপিএস জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ সবগুলো কলেজে অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। ইন্টারনেট সুবিধা নেই ৭টি কলেজে।

আইএমইডির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার এবং ডিজিটাল ভাষা ল্যাবের জন্য সফটওয়্যার স্থাপন করা হলেও পরিদর্শনের সময় এর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার প্রতি বছর নবায়নের প্রয়োজন থাকলেও তা করা হয়নি। ফলে ল্যাবগুলোতে অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার নেই। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ১৮০ শিক্ষকের প্রশিক্ষণের স্থলে ১৬৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রকল্প চলাকালীন দীর্ঘ ২ বছরে আর কোনো শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে প্রতিটি কলেজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংকট রয়েছে। সেখানে বলা হয়, টঙ্গী সরকারি কলেজে ৯ জন শিক্ষক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষণ নিলেও বর্তমানে রয়েছেন ৩ জন। পাশাপাশি কোনো কলেজেই সহকারী প্রোগ্রামার পাওয়া যায়নি। তারা সবাই কর্মস্থল ত্যাগ করেছেন। এছাড়া ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকলেও তাদের মাঝে নানা কারণে বিরাজ করছে হতাশা।

আইসিটি কোর্সে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ নেই। এর অন্যতম কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, রেজিস্ট্রেশন ও কোর্স ফি। কোর্স ফি কমানো হলেও যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে, একেকটি কলেজে একেক রকম কোর্স ফি নেয়া হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, চট্টগ্রাম কলেজে মাসিক কোর্স ফি ১শ' টাকা হারে ১ বছরের জন্য ১২শ' টাকা এবং রেজিস্ট্রেশন ফি ৫শ' টাকাসহ মোট ১ হাজার ৭০০ টাকা নেয়া হয়। এক্ষেত্রে ছাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল বিতরণের কথা থাকলেও তার কোনো তালিকা পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে বলা হয়, ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, প্রকল্প পরিচালক দ্রুত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ম্যানুয়াল বিতরণ করে ম্যানুয়াল অনুসারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

আইএমইডি সূত্র জানায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১০টি স্নাতকোত্তর কলেজে আইসিটি কোর্স প্রবর্তন (পাইলট) শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৩ সালে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। এটি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৫ কোটি টাকা।